সংবাদ

তারিখ 2 0 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষা ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে প্রত্যাশা

ম. আখতারুজ্জামান

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১২০ দিন অতিক্রান্ত হলো। এ সময়কালে দেশে এমন অনেকগুলো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, যাকে এক কথায় বলতে হয় অবিশ্বাস্য। এসবের মূল কথা এই, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত চারদলীয় সরকারের আমলে সৃষ্ট জঞ্জালকে দূর করতে হচ্ছে একটি অনির্বাচিত সরকারকে–এদেশে গণতন্ত্রের জন্য এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে? যেভাবে এপর্যন্ত বর্তমান সরকার কাজ করছে, যেভাবে এদেশের প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করা হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে গড়ে ওঠা দুর্নীতিবাজদের রাহুগ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা কিছুদিন আগেও ছিল সত্যিই অকল্পনীয়। অবশ্য এ সরকার সব ক্ষেত্রে সঠিক কাজ করছে এমনটা না হলেও জনগণ আশা করছে, এ সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তাতে সফল হবে এবং এ দেশে গণতন্ত্রকে সংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণ এটিও আশা করছে যে, এ সরকার জাতির জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেও, অনুরূপ ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় দুর্নীতি-দুঃশাসনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি এবং এর কুফল হবে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, আর এ জন্য মূল্য দিতে হবে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। পিএসসি এবং ইউজিসিসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্প্রতি সূচিত ইতিবাচক পরিবর্তন অতি দ্রুত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রসারিত হলে, দুর্নীতিবাজ, দলবাজ ও অযোগ্যদের এসব স্থান থেকে অপসারণ করে প্রকৃত শিক্ষানুরাগীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হলে, এখনই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটা শুভ সূচনা হতে পারে। তারপর হাত দিতে হবে আরও অনেক বড় কাজে– শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক, সেক্যুলার, একটি স্তর পর্যন্ত একমুখী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ও বিশ্বমানের করে তোলার কাজে। এসব কাজ করা সময় সাপেক্ষ এবং সে কারণেই আগামীতে নির্বাচিত সরকারগুলোকেই এসব কাজ করতে হবে। কিন্তু সূচনাটি করতে হবে বর্তমান অস্থায়ী সরকারকেই। নিছক ভোট প্রাপ্তির হিসাব মাথায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয়, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী ধারায় ঠেলে দেয়ার কোন গরজ বর্তমান সরকারের থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কর্তব্য, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতি এ সরকারের অঙ্গীকারের কথা সরকার প্রধান এবং সেনাবাহিনী প্রধান প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন। বর্তমান সরকারের শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগটি এমন হতে হবে যা থেকে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার পিছ না হতে পারে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত আসন্ন শিক্ষা বাজেট প্রণয়নের কথা মনে রেখে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

১. ইউনেস্কোর মতে শিক্ষা মানেই উন্নয়ন। আর, তাই ইউনেস্কোর সুপারিশ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে এ খাতে জাতীয় আয়ের ন্যূনতম ৭% ব্যয় করতে হবে। বর্তমানে এ খাতে ব্যয় হচ্ছে বড়জোর ২.২%। আশা করি বর্তমান তদারকি সরকার জাতীয় আয়ের কমপক্ষে ৫% শিক্ষাখাতে যাতে ব্যয়িত হতে পারে তার জন্য উদ্যোগী হবে।

২. বিগত সব সরকারই বলেছে যে বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য থাকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অথচ এক হিসেবে দেখা গেছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী ৩৩ বছরে শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের ঘোষিত বাজেটের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাস্তবে এ খাতে ব্যয় করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ এ খাত থেকে অন্য একটি খাতে তা চলে যায়। এবার কি আশা করা যায় যে সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকবে?

৪. এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা অনেক নিম্ন মানের। আর কওমি ধারার ফানু আলিয়া ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মান থেকেও নিম্নতর। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার এ দুটি ধারাকেই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সমমানে উন্নীত করার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। চারদলীয় জোট সরকার তার ৫ বছর মেয়াদকালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার লক্ষ্যে তেমন কিছু না করে সমাপ্তিকালে এসে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর এক ঘোষণার মারফত মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদা প্রদান করে গেছে।

তিনি দাওরা ডিগ্রিকে (কওমি মাদ্রাসার চূড়ান্ত ডিগ্রি) সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামিক স্টাডিস/আরবি সাহিত্যের মাস্টার্স ডিগ্রির সমমর্যাদা প্রদান করেছেন। আর আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল ও আলিম ডিগ্রিকে তিনি যথাক্রমে গ্র্যাজুয়েশন ও মাস্টার্সের সমতুল্য ঘোষণা করেছেন। তিনি একটি কমিটির মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার সংস্কারের কথা বললেও কওমি শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন যে, তারা বাইরের কাউকে এসব কাজ করতে দেবেন না এবং বাইরের কোন কর্তৃত্ব মানবেন না। পরিতাপের বিষয়, সেক্যুলার আওয়ামী লীগও এ ভুল পদক্ষেপকে সমর্থন দিয়েছে। আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এসব ঘোষিত পদক্ষেপ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মানের কোন উন্নতি তো করবেই না, বরং বিদ্যমান মানে ধ্বস নামাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের নামে তাড়াহুড়ায় ঘোষিত এসব আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাতিল করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সত্যিকারভাবে আধুনিক করার জন্য বাস্তবমুখী ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এ সমস্যা নিয়ে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে আসতে পারে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি, বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন (FISE-WFTU), সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস); অন্যতম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। ১৯/৫/০৭